দৈনিক খবর

তারিখ ... 10 JUL 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 3 ...

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান

—ভাষ্যকার—

আমাদের দেশে বেকারের সংখ্যা সম্পর্কে একটা আন্দাজ করা গেলেও সঠিক সংখ্যা বলা যাবে না। যেটুকু পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা যে বেকারত্বের সামগ্রিক চিত্রকে পরিস্ফুট করে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। তার অবশ্য নানা কারণও বিদ্যমান। তবে বেকারের সংখ্যা প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ে।

বহুকাল আগে প্রাচীন ভারতে এক বাদশাহ ছিলেন— তাঁর নাম সিরহাম। তাঁর প্রধানমন্ত্রী সিসা বিন দাহির দাবা খেলা আবিষ্কার করে সেই দাবার ছক বাদশাহকে উপহার দিলেন। মজার খেলা দাবা আবিষ্কারের কৃতিত্বে খুশী হয়ে বাদশাহ সিরহাম তাঁর প্রধান অমাত্যকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। সিসা বিন দাহির বিনয় নম্র কণ্ঠে বললেন, "বাদশাহ, নামদার! আমাকে যদি পুরস্কার দিতেই চান, তাহলে দাবার ছকের প্রথম ঘরটির জন্যে একটিমাত্র গমের কণা, দ্বিতীয় খোপের জন্যে দু'টি, তৃতীয় খোপের জন্যে চারটি গম দিন। এমনি করে প্রত্যেক ঘরের জন্য দ্বিগুণ গম দিয়ে দাবার ছকের ৬৪টি ঘরের জন্যে যে গম হয়, সে পরিমাণ গম আমাকে দিন।" বাদশাহ বললেন— তথাস্তু। কিন্তু গম দিতে গিয়ে দেখা গেলো সারা ভারতে যে গম হয়, তা দিয়ে সিসা বিন দাহিরের দাবী মেটানো যায় না। অংকশাস্ত্রে যাদের সামান্য জ্ঞানও আছে, তারাই জানেন যে, সিসা বিন দাহিরের দাবী মেটাতে গেলে সারা বিশ্বে দু'হাজার বছরে যে গমের ফলন হয় তা দিয়ে দিতে হবে। বাদশাহ দেখলেন প্রধানমন্ত্রীর এই দাবী কোনদিন পূরণ করা সম্ভব হবে না। তিনি তাঁর জ্ঞানের দৈন্যের ফলেই উজীরের ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলেন। উজীরের দাবী পূরণ করতে হলে চার হাজার বিলিয়ন বুশেল গমের দরকার। অথচ সারা বিশ্বে বছরে আনুমানিক কম-বেশী ২১০ কোটি বুশেল গম জন্মে। সুতরাং এই ফাঁদ থেকে রেহাই পাবার জন্যে বাদশাহ প্রধানমন্ত্রীকে কতল করে ফেললেন।

গল্পটির মূলে ইতিহাস খুঁজে কোন লাভ নেই। এটি একটি প্রাচীন গল্প— লোকমুখে চলে আসতে আসতে এর কত রূপ পরিবর্তন হয়েছে। মোদ্দা কথা বেকারের সংখ্যা ঠিক কতো, তা আমরা ঠিক জানি না। তবে বেকারত্ব উত্তরোত্তর যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে 'জ্যামিতিক হারে প্রবৃদ্ধি'— জিওমেট্রিক্যাল প্রগ্রেসন— বলে যে একটি কথা আছে— তাও হার মানছে। এর প্রমাণ মেলে যখনই কোন চাকরির জন্য একটি বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। একটি পিয়নের পদে দরখাস্ত আহবান করলে লক্ষ লক্ষ আবেদনপত্র জমা হয়। তার মধ্যে বহুসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত আবেদনকারীও থাকেন। এ সংকট বছরের পর বছর ঘনীভূত হচ্ছে এবং জনসংখ্যা স্ফীতির সাথে সাথে বেকারের সংখ্যাও মারাত্মক আকার ধারণ করছে। সিসা বিন দাহিরকে কতল করে সমস্যার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন বাদশাহ; কিন্তু ভয়াবহ বেকারত্ব সমস্যাকে উপেক্ষা করে, আমরা নিষ্কৃতি পাবো না— বেকারত্বের অভিশাপ আমাদের অর্থনীতিকে গ্রাস করবার উপক্রম করেছে।

মহামান্য প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এ দেশের বেকার সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল। দুঃস্থের কাতারভুক্ত বেকার মানুষদের সমস্যা যে তাঁর চিন্তা ও চেতনার অনেকখানি দখল করে থাকে, তা তাঁর কথা এবং কাজের মধ্যদিয়ে প্রমাণিত হয়। অতি সম্প্রতি মহামান্য প্রেসিডেন্ট 'দৈনিক খবর'-এর কার্যালয় পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। সেখানে সাংবাদিকদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাকালে তিনি সংবাদপত্র শিল্পের সমস্যা নিয়েও আলোকপাত করেছেন। 'খবর গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স' থেকে আরও একটি ইংরেজী দৈনিক, 'দি ডেইলী এক্সপ্রেস' ও একটি মহিলা সাপ্তাহিকী 'মনোরমা' খুব শিগগির প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে তিনি খুবই খুশী হন। কথা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন যে, এতে করে অন্ততঃ উচ্চশিক্ষিত ও শিক্ষিত নিয়ে তিনশো লোকের কর্মসংস্থান হবে। এটা কম কথা নয়।

এটা যে কম কথা নয়, সেই কথা নিয়েই আজকের বিষয়ের অবতারণা। সংবাদপত্র শিল্পের প্রসারের প্রতি মহামান্য প্রেসিডেন্টের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর মন্তব্যের মধ্যে। আমরা ভালো করেই জানি। দু'টিমাত্র কাগজ বের করে বেকার সমস্যার তেমন কিছু লাঘব হবে না। এ যেন সমুদ্রে বারিবিন্দুর মতো। তবুও একটা কথা মনে রাখতে হবে— কোন্ ক্ষুদ্র বারিবিন্দুটি যে সমুদ্রের বুকে পড়ে ঝিনুকের পেটে গিয়ে মুক্তো হয়ে রাজকোষ সমৃদ্ধ করবে তা কে বলতে পারে! আমরা শুধু বলতে পারি— দেশের হাজারো সমস্যার সমাধানে যে কর্মযজ্ঞের অবতারণা, তাতে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যোগ করলাম। দেশের বেকার সমস্যা ভয়াবহ বলেই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার পক্ষপাতী নই আমরা। আমাদের যার যা সাধ্য আছে, তাই নিয়ে সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে। তাতে সমস্যা একেবারে না মিটলেও সমস্যার লাঘব কিছুটা তো হবেই। সেটাই বা কম কিসে! কথায় তো বলে 'হাফ আ লোফ ইজ বেটার দ্যান নো ব্রেড।'

আজ এ কথা সকলেই মানতে বাধ্য যে, সংবাদপত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সকল দায়িত্বের সজাগ প্রহরী। সংবাদপত্রের দৌত্যে জনসাধারণ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রগতির চিত্র এবং বাণিজ্যিক অগ্রসর-গতির ধারা-প্রকৃতির পরিচয় লাভ করতে পারে। এদিক থেকে সংবাদপত্রকে বলা চলে জনগণের দৃষ্টিশক্তি। সংবাদপত্রকে বলা চলে, 'ইট ইজ দ্য পিপল'স পারলামেন্ট অলওয়েজ ইন সেশন।'— সংবাদপত্র আক্ষরিক অর্থে সদাজাগ্রত লোকসভা। সেই সংবাদপত্রের ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল হলেও সবসময় সংকটমুক্ত নয়। সংবাদপত্র যখন সংকটের রাহুগ্রাসে পড়ে, তখন মানব জাতির সত্যি দুর্দিন। যেখানে 'প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে', সেখানে যদি সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়, যদি সংবাদপত্র লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মানবতার মূঢ়, মূক ম্লানমুখে ভাষা জোগাতে ব্যর্থ হয় তাহলে এই আধুনিক বিশ্বের লক্ষ কোটি মানুষ বিচারের আশে কার দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াবে? এই লোভ জটিল পৃথিবীতে তখন দুঃস্থ-আর্তের জন্যে কি আশা-ভরসা রইবে? অতীতে এ দেশে বারবার সংবাদপত্রের বাকরোধ করা হয়েছে। সংবাদপত্র শিল্প প্রসারের ডানা সংকুচিত করে দেয়া হয়েছে, অতীতে।

এ কথা বলতেই হবে সংবাদপত্রের প্রতি ক্ষমতাসীন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। আমার দীর্ঘ বারো বছরের সাংবাদিকতার পেশায় এই প্রথম একজন রাষ্ট্রপতিকে পত্রিকা কার্যালয়ে দেখলাম। স্বাভাবিকভাবেই আমরা এতে আনন্দিত হয়েছি এবং রাষ্ট্রপতির মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়েছি। রাষ্ট্রপতি স্বচক্ষে দেখে গেলেন কত অসুবিধের মধ্যে আমরা এ দেশে সংবাদপত্র প্রকাশনার মত দুরূহ কাজটি চালাই। উন্নত দেশের মত যন্ত্রপাতির সুবিধে আমাদের নেই, অঢেল আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও নেই, তবুও অনমনীয় সংকল্প ও মনোবল নিয়েই আমাদের এখান থেকে পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। কলেবরে শীর্ণ হলেও আমাদের প্রকাশিত পত্রিকার মান বিদেশী পত্রিকার থেকে একেবারে নীচুতে নয়। 'দৈনিক খবর'-এর ভূয়সী প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতি সেদিন বলেছিলেন, "আপনাদের এখান থেকে একটি দৈনিক পত্রিকা ও তিনটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। আপনাদের এখান থেকে আরো একটি মহিলা সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন ও একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হবে। আমি খুব খুশী।" এ কথার মধ্যদিয়ে সংবাদপত্রের প্রতি রাষ্ট্রপতির গভীর আস্থাশীলতার পরিচয় মেলে। তিনি নিজেই বলেছেন, "সামরিক শাসনের সময়েও আমরা সংবাদপত্রের ওপর কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করিনি।" প্রেসিডেন্ট নিরলস কাজ করেন সূর্যোদয় হতে গভীর রাত পর্যন্ত। পত্রিকায় যে সব সংবাদ প্রকাশিত হয় সেগুলো তিনি নিজে পড়েন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের আরো বলেন— "আমাদের পক্ষে তো সবকিছু দেখা সম্ভব হয় না। আপনারা জাতীয় স্বার্থে লিখুন, ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিন, গঠনমূলক সাজেশন দিন। আমরা অবশ্যই তা দেখবো।" প্রসঙ্গক্রমে তিনি মন্তব্য করেন— "দৈনিক খবর খুব ভালো পত্রিকা। আমি এ পত্রিকাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি। আপনাদের সকলের পরিশ্রমের ফসল এ পত্রিকা।"

মহামান্য রাষ্ট্রপতির এসব সারগর্ভ মন্তব্য নিঃসন্দেহে সাংবাদিকদের উৎসাহজোগাবে। রাষ্ট্রপতি যে সংবাদপত্র শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ ও যথাযথ প্রসার দেখতে আগ্রহী তাই ফুটে উঠেছে তাঁর বক্তব্যে। সংবাদপত্র কার্যালয়ে সশরীরে উপস্থিত হয়ে এই প্রথম একজন রাষ্ট্রপতি সাংবাদিক ও কর্মচারীদের সাথে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে তাঁর মনটি খুলে ধরলেন। নিঃসন্দেহে এটা একটা ব্যতিক্রম এবং এ ধরনের ব্যতিক্রম দেশ ও জাতির জন্য বয়ে আনে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রেরণা।

সংবাদপত্র শিল্প একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিল্প। অন্যান্য শিল্পের সাথে জড়িত সমস্যার প্রায় সবগুলিই এ শিল্পে আছে, কিন্তু অন্যান্য শিল্পের মতো এ শিল্পে প্রচুর লাভের অংক আসার তেমন সুযোগ নেই। এ শিল্পে বিনিয়োগ ও খরচের তুলনায় মুনাফা তেমন একটা নেই। শিক্ষার হার কম বলেই আমাদের দেশে খবরের কাগজের কাটতিও কম। বাংলাদেশে এমন বহু গ্রামই আছে এখনও যেখানে একখানা খবরের কাগজ পৌঁছে কি-না সন্দেহ। এমন অবস্থায় খবরের কাগজ চালানোর ঝুঁকি নিতে খুব কম লোকেই চাইবেন। সংবাদপত্র শিল্প গণমুখী ও কল্যাণমুখী। এ ব্যবসা ও পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের পেশাটাই একদিন নেশায় পরিণত হয়। তাই তাঁরা অন্য কোন ব্যবসায় তেমন সুবিধে করে উঠতে পারেন না। সহজে তারা পেশাও বদল করে উঠতে পারেন না। কাজে কাজেই নানা রকম ঝুট-ঝামেলার মধ্যে থেকেও কায়ক্লেশে কোনরকমে পেশাটি আঁকড়ে ধরে থাকেন। ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দিলে অন্য শিল্পে বা ব্যবসায়ে লিপ্ত মালিকরা ব্যবসা বদল করেন কিংবা সাময়িকভাবে অন্য ব্যবসায়ে টাকা খাটিয়ে মুনাফা করেন। কিন্তু সংবাদপত্রের ব্যবসায় দিন দিন অধিকতর পরিমাণ অর্থ লগ্নী করেও মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। সুতরাং ব্যয়বহুল এই শিল্পে টিকে থাকা বর্তমানে বাস্তবিকই দুষ্কর। তদুপরি আজকাল কর্মবিরতি, ধর্মঘট হরহামেশাই লেগে আছে। এতসব ঝামেলা সহ্য করে কেউ আজকাল শিল্প-কারখানা গড়তে চায় না। সকলেই তাই এখন ট্রেডিং-এ মন দিয়েছেন। ট্রেডিং-এ অল্প খাটুনিতে অল্প সময়ে বেশ টাকা কামানে চলে; কিন্তু শিল্প ক্ষেত্রে লাভের মুখ দেখতে বহুকাল চলে যায়। অনেকে তাই টাকা এখন শিল্প, কল-কারখানায় বিনিয়োগ করার বদলে ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করতেই পছন্দ করেন।

এসব কারণেই দেশে শিল্প, কল-কারখানা নতুন করে গড়ে উঠছে না। সাধারণতঃ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে শিল্প, কল-কারখানা প্রভৃতির বৃদ্ধি ও বিস্তার নানাবিধ কারণেই সমধিক পরিমাণে হয় না। এ কারণে বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলে। বাংলাদেশের আর একটি গুরুতর সমস্যা হলো শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের অভাব। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্যে জীবিকার পরিসর ক্রমেই খাটো হয়ে আসছে। এই সমস্যাটির একটি বাস্তবসম্মত ও কার্যকর সমাধান প্রয়োজন, অন্যথায় আগামী দিনে জাতীয় জীবনে হতাশা আরও ব্যাপক হবে। বাংলাদেশে একদিকে যেমন শিক্ষিতের হার আশংকাজনকভাবে কম, তেমনি অন্যদিকে উচ্চশিক্ষিতদের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের অভাব। শিক্ষিত বলতে আমরা এসএসসি ও তদূর্ধ্ব ডিগ্রীধারী ব্যক্তিদের বুঝে থাকি। যারা বিভিন্ন পেশাগত শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত তারাও শিক্ষিত সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ৩০ লাখের মতো শিক্ষিত লোকের কর্মসংস্থান প্রয়োজন। দেশে যে পরিমাণ চাকরির সংস্থান আছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যে পরিমাণ কর্মসংস্থান হতে পারে বলে অনুমান করা যায় তার চেয়ে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বেশী। আশংকার ব্যাপার হলো, যতই দিন যাচ্ছে এই ব্যবধান ততই বাড়ছে। পরিকল্পনা কমিশনের হিসেবে জানুয়ারী ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশে শিক্ষিত যুবক-যুবতীর শতকরা ৪৪ জন বেকার ছিলেন। ১৯৭৯-৮০ সালে এই সংখ্যা শতকরা ৪৮-এ উন্নীত হয়েছিল। ১৯৮৯ সালের সঠিক হিসেব এই মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই। তবে বেকারের সংখ্যা যে বৃদ্ধিই পেয়েছে তা যে কোন ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারেন। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটাতে পারলে অর্থাৎ কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য ইত্যাদি প্রসারিত হলেই এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে।

এই ভয়াবহ বেকারত্ব সম্পর্কে মহামান্য প্রেসিডেন্ট সচেতন বলেই তিনি শিল্প, কৃষি, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির উপর জোর দিচ্ছেন। উচ্চশিক্ষিত বেকারদের দুঃখ-বেদনায় তাঁর হৃদয় বিগলিত হয় বলেই তিনি বলেছিলেন— 'খবর গ্রুপ'-এর আরও দু'টি পত্রিকা বের হলে তিনশো শিক্ষিত লোকের কর্মসংস্থান হবে। আমরা আমাদের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের মধ্যদিয়ে যদি তিনশো শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থান করতে পারি, তাহলে তিনশো পরিবারের আর্থিক উপার্জনে অবদান রাখতে সক্ষম হবো। কিন্তু এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডকে বাস্তবায়িত করতে সকল তরফ থেকেই সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন।